সমকাল

তারিখ ... 26 APR 2017 ...

শিক্ষার মানোন্নয়নে চাই সচেতন জনসমাজ

মানবসম্পদ | নিশাত সুলতানা

শিক্ষা গবেষক, একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কর্মসূচি সমন্বয়কারী

মনে পড়ে, ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে এক নারী কাজ করতেন, যিনি কখনোই নিজে লেখাপড়া করেননি। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি ছিল তার প্রচণ্ড অনুরাগ এবং তিনি চাইতেন, তার ছেলেমেয়েরা যেন শিক্ষিত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। রোজ সন্ধ্যায় তিনি তার সন্তানদের পড়াতে বসাতেন এবং আগ্রহভরে শুনতেন তাদের পড়ার ধ্বনি। শুনেছি মাঝে মধ্যে তিনি সন্তানদের বকাঝকাও করতেন, তারা যেন শুদ্ধভাবে পড়ে। খুব অবাক হয়েছিলাম শোনে। কারণ যে মানুষটি নিজেই সামান্যতম লেখাপড়া জানেন না, তার পক্ষে কীভাবে সম্ভব সন্তান কোথায় ঠিক পড়ছে বা ভুল পড়ছে তা খুঁজে বের করা। অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন আমার মা। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সন্তানরা যেন পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়, সে জন্য এই অভিনয়টুকু তাকে করতে হয়। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হলেও একজন নিরক্ষর মায়ের সন্তানকে শিক্ষিত করার বাসনায় এই ছলনাটুকুর আবেদন কিন্তু অতুলনীয়। জানিয়ে রাখি, সেই মা তার প্রতিটি সন্তানকেই কিন্তু সুশিক্ষিত করতে পেরেছিলেন। প্রায়ই ভাবি, তার এই আকুতিটুকু, এই সচেতনতাটুকু যদি বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারে, প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া যেত, তাহলে হয়তো শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও একধাপ এগিয়ে যেত।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিক্ষাব্যবস্থার একটি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয় হলেও শিক্ষার গুণগত মান আজও প্রশ্নবিদ্ধ। দুর্ভাগ্য আমাদের, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ ৫-এর ঝড় তাই আমাদের আশাবাদী না করে বরং আরও শঙ্কিত করে তুলছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফল করেও অধিকাংশ শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন না করেই পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করছে। ফলে ঘনীভূত হচ্ছে সমস্যা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আলোচনায় আসে শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, পাঠ্যপুস্তকের মান, পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে খুব সামান্যই আলোচনা হতে শুনি আর তা হলো, পারিবারিক, সামাজিক সচেতনতা ও দায়বদ্ধতার জায়গাটি। কিন্তু বিষয়টি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হওয়া উচিত এবং এর গুরুত্ব উল্লিখিত অন্য বিষয়গুলোর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, বরং বেশি।

শ্রেণিকক্ষের পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পিতা-মাতা, অভিভাবক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভাবনাচিন্তা করার, জানার কিংবা প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে। তাদের এই আলোচনা-সমালোচনা এবং অংশগ্রহণ সবসময়ই কাঙ্ক্ষিত ও আশাপ্রদ। তবে তাদের এই সচেতনতা শুধু আলোচনা-সমালোচনা পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, নাকি ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা পর্যন্ত বিস্তৃত, তাও তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। একদিকে রয়েছে অশিক্ষিত কিংবা স্বল্পশিক্ষিত অসচেতন অভিভাবক; অন্যদিকে রয়েছে আরেক শ্রেণির অভিভাবক, যাদের আপাতদৃষ্টিতে সচেতন মনে হলেও তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন নন কিংবা সচেতনভাবে অসচেতন। তাই পিতা-মাতা, অভিভাবক কিংবা কমিউনিটির ব্যক্তিদের সচেতন করা এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করাটা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ

শিক্ষার পরিবেশ অনুকূল না হলে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট নয়।

পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ শিখনবান্ধব করতে হলে প্রথমেই অসচেতন জনগোষ্ঠীকে সচেতন এবং পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আর সমন্বয়হীনতার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে পিতা-মাতা, পরিবার কিংবা সুশীল সমাজের ভূমিকা যে রকম হওয়ার কথা ছিল, সে রকমটি হয়নি। বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী আজও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, যাদের জীবনযাপন শহুরে মানুষদের মতো ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটার ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। সামান্য সচেতনতা সৃষ্টি ও সহযোগিতার মাধ্যমে খুব সহজেই গ্রামের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের প্রায় ৬০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটির সঙ্গে রয়েছে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) এবং শিক্ষক অভিভাবক সমিতি (পিটিএ)। প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে রয়েছে 'বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' এবং 'উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা'। এই উদ্যোগগুলোই যথেষ্ট হওয়ার কথা ছিল বিদ্যালয় এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষার পরিবেশের মানোন্নয়ন ঘটাতে। কিন্তু শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র পরিষ্কারভাবেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, এ ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে, রয়েছে নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার অভাব। এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে কিছু স্থানীয় জনপ্রতিনিধির ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্তর্কোন্দল, স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতির মতো বেশ কিছু প্রকট সমস্যা। সরকারি সদিচ্ছা ও সহযোগিতাই পারে এই সমস্যাগুলোর দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান ঘটাতে।

পরিবারই সব শিক্ষার সূতিকাগার। একটি সন্তানের আচরণ থেকে বোঝা যায় তার পারিবারিক শিক্ষা, নীতি ও আদর্শ। প্রতিকূল পারিবারিক শিক্ষার পরিবেশ আর অভিভাবকদের অসচেতনতা একটি শিশুর জন্য পারিবারিক শিক্ষা আর মূল্যবোধের যে ঘাটতি সৃষ্টি করে, শুধু স্কুলের শিক্ষা সে ঘাটতি পূরণ করতে পারে না। স্কুলে একটি শিশু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকে। বাকিটা সময় কিন্তু সে পরিবারেই কাটায়। তাই প্রয়োজন স্কুল এবং বাড়ি দুটি স্থানের পরিবেশই শিশুর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং এর জন্য চাই অভিভাবকদের সচেতনতা ও কার্যকরী পদক্ষেপ। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মাঝে এ ক্ষেত্রে সচেতনতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। শিখনবান্ধব পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে রচিত হবে শিখনবান্ধব সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির পথটি। কাজটি যে খুব কঠিন তাও কিন্তু নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ইউএসএইডের সহযোগিতায় প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত আলোচিত দুটি প্রকল্প– 'রিড' কিংবা 'ইনোভেশন ফর ইমপ্রুভিং আর্লি গ্রেড রিডিং অ্যাকটিভিটি'র কথা। প্রকল্প দুটি মূলত পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর নির্ধারিত কিছু সরকারি প্রাথমিক স্কুলে। প্রকল্পগুলোর সাফল্যের অন্যতম বড় কারণ হলো, এই কার্যক্রমের সঙ্গে অভিভাবক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তারা নিয়মিত মিলিত হচ্ছেন সচেতনতামূলক বিভিন্ন ফোরামে ও কার্যক্রমে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা এগিয়ে আসছেন বইমেলা কিংবা রিডিং ক্যাম্পের মতো কার্যক্রমের আয়োজনে। ফলে একদিকে যেমন শিশুরা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতাগুলো দ্রুত অর্জন করছে; অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট পরিবার এবং সমাজে নিশ্চিত হচ্ছে শিখনবান্ধব পরিবেশ। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাদের একাত্মতা ও অংশগ্রহণ পুরো এলাকার শিক্ষার পরিবেশে নিয়ে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। তারা নিজেদের পরিবারের শিশুদের জন্য পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি খবর রাখছেন এলাকার অন্য শিশু-কিশোরদের। ফলে বাড়ছে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির হার, কমছে ঝরে পড়ার হার। তাদের এই সচেতনতা পুরো এলাকার পরিবেশকে করে তুলছে শিক্ষার অনুকূল।

অভিভাবক কিংবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা যে কেবল বিদ্যালয় কিংবা এলাকার শিক্ষা পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে তা কিন্তু নয়, বরং তাদের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ গড়ে তুলতে পারে এক ধরনের ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলন, যার দ্বারা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব সামাজিক ন্যায়বিচার, দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি কিংবা মূল্যবোধের চর্চা, যা রুখে দিতে পারে সামাজিক অবক্ষয়সহ নানা অন্যায়-অবিচার। শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ যে একমাত্র শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দ্বারাই সম্ভব, ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন সচেতন জনসমাজ। সদা জাগ্রত সচেতন জনগোষ্ঠীর আন্তরিকতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এক নিমেষে বদলে দিতে পারে একটি এলাকার শিক্ষাসহ সামগ্রিক চিত্র।

purba_du@yahoo.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর